যুগান্তর

তারিখ · 26 JAN 2014
পৃষ্ঠা 4 কলাম 7

আবার ছাত্রলীগ!

চুয়াডাঙ্গায় এক ছাত্রলীগ নেতার কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া উপলক্ষে মোটরসাইকেল মহড়া চলাকালে ককটেল হামলার প্রতিক্রিয়ায় সংগঠনের নেতাকর্মীরা শহরজুড়ে ব্যাপক তাণ্ডব চালায়। পুলিশের ওপর হামলা ছাড়াও তারা হাসপাতাল, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বিএনপির কার্যালয় ও প্রতিপক্ষ গ্রুপের নেতাকর্মীদের বাড়িঘরে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। অন্যদিকে কুষ্টিয়ায় এক যুবলীগ নেতা জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে বেসিক ব্যাংকের শাখা থেকে একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের ৫৬ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে বলে জানা গেছে। দুটি ঘটনাই এমন সময় ঘটল— যখন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মাত্র কিছুদিন আগে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। উল্লেখ্য, আগের মেয়াদে মহাজোট ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এর প্রধান শরিক আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন ছাত্রলীগ সাংঘাতিক রকমের বেপরোয়া হয়ে ওঠে। দিনদুপুরে নিরীহ পথচারী বিশ্বজিৎকে কুপিয়ে হত্যা করাসহ বস্তুত এমন কোনো দিন ছিল না, যেদিন দেশের কোনো না কোন জায়গা থেকে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের দুষ্কর্মের খবর পাওয়া যেত না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, আবারও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে চলেছে, যা মোটেই কাম্য নয়। বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলন থেকে শুরু করে জাতির যে কোনো সংকট আর ক্রান্তিকালে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণকারী সংগঠন হিসেবে ছাত্রলীগ একসময় অনন্য মর্যাদা ও দেশের মানুষের ভালোবাসা দ্বারা সিক্ত হয়েছিল। পরবর্তীকালে কিছু নেতাকর্মীর দ্বারা সৃষ্ট নানা ঘটনা ও কার্যকলাপ সংগঠনটির ললাটে এঁকে দিয়েছে কলংক চিহ্ন। দুর্জন সব সময়ই পরিত্যাজ্য। এ জাতীয় নেতাকর্মীদের দল থেকে দূরে রাখা উচিত বলে আমরা মনে করি।

পেশাগত দায়িত্ব পালনের সময় চুয়াডাঙ্গায় পুলিশের ওপর হামলার যে ঘটনা ঘটেছে, তা কিছুতেই মেনে নেয়া যায় না। পাশাপাশি প্রতিপক্ষের বাড়িঘর ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা সম্পূর্ণ অনভিপ্রেত। অবিলম্বে এ ধরনের হানাহানি-মারামারি ও অরাজক অবস্থার অবসান হওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে এ পরিস্থিতির জন্য দায়ী আমাদের ছাত্র রাজনীতির বর্তমান ধারা। লেজুড়বৃত্তির ছাত্র রাজনীতির কারণে কোনো দল ক্ষমতাসীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়। বিশেষ করে নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে এ প্রবণতা দেখে আসছি আমরা। যখন যে দল ক্ষমতাসীন হয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সর্বক্ষেত্রে তাদের সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার বিষয়টি যেন অবধারিত। বলা বাহুল্য, এ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা হয় অস্ত্র ও পেশিশক্তি বলে। ছাত্র সংগঠনসহ অন্যান্য অঙ্গসংগঠনের বেআইনি কর্মকাণ্ড বন্ধে সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো তাদের দায়িত্ব এড়াতে পারে না। ছাত্র সংগঠনের নাম ভাঙিয়ে কেউ বেআইনি কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। ছাত্রলীগসহ অন্যান্য অঙ্গসংগঠনের বেআইনি কর্মকাণ্ড রোধে সরকারের পাশাপাশি আওয়ামী লীগ দায়িত্বশীলতার প্রমাণ দেবে— এটাই প্রত্যাশা।